ভারতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে : আইএমএফ প্রধান

ওয়াশিংটন, ১৫ অক্টোবর : রবিবার ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফার্ম (আইএমএফ) বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার জানিয়ে দিল ভারতের অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গত মঙ্গলবার ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক রিপোর্ট প্রকাশ করে আইএমএফ জানায় ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়েছে। এই গতি শ্লথ হওয়ার জন্য ভারত সরকারের নোট বন্দি এবং জিএসটি চালু করাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার। তবে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এল আইএমএফ। রবিবার আইএমএফ প্রধান ক্রিসটিন লাগার্দা নোট বাতিল এবং জিএসটি নিয়ে মোদী সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নিজের বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, ভারতের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত বরিষ্ঠ। অথচ মাত্র এক সপ্তাহ আগে প্রকাশিত রিপোর্টে ২০১৭ সালের জন্য ভারতীয় অর্থনীতি পূর্বভাসের ভার আগের তুলনায় ০.৫ শতাংশ কমিয়ে ৬.৭ শতাংশ করে আইএমএফ। এমনকি ২০১৮ সালে আর্থিক বছরের হিসাবে পূর্বাভাস দিয়ে জানায় ০.৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭.১ শতাংশ। তবে এদিন লাগার্দা জানিয়েছেন, আর্থিক গতির শ্লথ হওয়াটা একটি সাময়িক ইস্যু। মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াশিংটনে বৈঠক শেষে ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রধান ক্রিসটিন লাগার্দা এক বিশেষ মুহূর্তে।

জোরকদমে অর্থনীতির ভোলবদলের জেরেই আগামী দু'দশকে ভারত আর্থিক বৃদ্ধির রথ ছুটবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাঙ্কের বার্ষিক বৈঠক উপলক্ষে মার্কিন সফরে এসে শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি, এ দিনই অর্থনীতির ধাঁচ বদলাতে ভারতকে তিন দফা সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আইএমএফ।

এখানে ইউএস ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পার্টনারশিপ ফোরামের সভায় পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) চালুর প্রতি ইঙ্গিত করে জেটলির দাবি, ব্যবসা করার পরিবেশই বদলে গিয়েছে গত কয়েক মাসে। তার কথায়, ''আগামী দু'দশকে দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট রসদ ভারতের অর্থনীতির রয়েছে। সরকারের তরফে এর কাঠামো বদলাতে একগুচ্ছ সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ করাই তার মূল কারণ। এর সঙ্গেই তাল মেলাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো এবং এ দেশে পরিকাঠামো শিল্পে বিপুল লগ্নির সুযোগ।''

বিশ্ব অর্থনীতির হাল ফেরা যে বৃদ্ধির রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, সেই মন্তব্য করে জেটলি বলেন, ভারতের মতো বড় দেশে লগ্নির সুযোগ বিদেশিরাও হাতছাড়া করতে চাইবেন না। জেটলি সংস্কারের সাফল্য দাবি করলেও, এ দিনই অর্থনীতির কাঠামো বদল করতে আরও বেশি সংস্কারে জোর দিয়েছেন আইএমএফের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ডেপুটি ডিরেক্টর কেনেথ ক্যাং। এর জন্য তিনি তুলে ধরেন তিন দফা কর্মসূচি। যার মধ্যে রয়েছে—শ্রম আইনের সংখ্যা ছাঁটা, পরিকাঠামো আরও উন্নত করা এবং বিভিন্ন নীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কমানো। ক্যাং বলেন, এই মুহূর্তে ভারতে শ্রম আইন ২৫০টি।

এটা দ্রুত কমানো জরুরি। আর নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক কমলে মেয়েদের কাজের সুযোগ বাড়বে। যা বৃদ্ধির চাকায় গতি ফেরাতেও সাহায্য করবে।

জিএসটির প্রভাবে দীপাবলিতেও ক্ষতির আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের

নয়াদিল্লি,১৫অক্টোবর : পুরোপুরি কাটেনি নোট বাতিলের জের। ফলে এখনও টান নগদে। জিএসটি চালুর পরে দাম বেড়েছে বহু পণ্যেরও। রাজধানী দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারতে দীপাবলিতে তাই জামাকাপড়, আসবাব, গয়না হাত খুলে কেনার মতো টাকা নেই মানুষের। তার উপর সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা ধাক্কা দিয়েছে বাজির বাজারেও। সব মিলিয়ে বাজার সেজেছে দেওয়ালির পসরা নিয়ে। কিন্তু উধাও তার রোশনাই।

দেওয়ালির মূল বাজার উত্তর ভারতের এই ছবি তুলে ধরেছেন উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা। যেমন দুর্গা পুজোর প্রধান বাজার পশ্চিমবঙ্গেও নোটবন্দি ও জিএসটির জেরে ব্যবসা মার খাওয়ার কথা জানিয়েছেন তারা। দেওয়ালির দিকে তারাও তাকিয়ে ছিলেন। তবে দেশের যা প্রবণতা, তাতে হতাশ পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরাও। ব্যবসায়ী মহলের দাবি, সাধারণত সারা বছরের ব্যবসা ৪০ শতাংশ উঠে আসে উৎসব মরশুমে।

সে বাজার ধাক্কা খাওয়া মানে গোটা বছরের হাল খারাপ হওয়া। পুরনো দিল্লির সদর বাজার থেকে পূর্ব দিল্লির গান্ধিনগর মার্কেট। করোলবাগের গয়নার দোকান থেকে খারিবাওলির কাজু কিশমিশের সম্ভার—বাজারে উৎসবের আমেজই উধাও। দেওয়ালিতে মূলত উত্তর ভারতের মানুষ ঘর- গৃহস্থলির জিনিস কেনেন। ধনতেরাসে গয়না কেনেন গিন্নিরা। উপহার পাঠানো হয় বাক্স-বন্দি কাজু-কিশমিশ, মিষ্টি। সব ক্ষেত্রেই বাজার বেহাল। অথচ বছরের বিক্রি ১৫ শতাংশ হয় দেওয়ালির মরশুমে। পুরনো দিল্লির খারিবাওলিতে এশিয়ার বৃহত্তম ড্রাই ফ্রুট ও মশলার পাইকারি বাজার। এই বাজারে ব্যবসায়ীকদের কথায়, ''অন্য বছরের তিন ভাগের এক ভাগ বিক্রি হচ্ছে।'' করোল বাগের মানুষ ঘর- গৃহস্থলির জিনিস কেনেন। ধনতেরাসে গয়না কেনেন গিন্নিরা। উপহার পাঠানো হয় বাক্স-বন্দি কাজু-কিশমিশ, মিষ্টি। সব ক্ষেত্রেই বাজার বেহাল। অথচ বছরের বিক্রি ১৫ শতাংশ হয় দেওয়ালির মরশুমে। পুরনো দিল্লির খারিবাওলিতে এশিয়ার বৃহত্তম ড্রাই ফ্রুট ও মশলার পাইকারি বাজার। এই বাজারে কেনেন গিন্নিরা। উপহার পাঠানো হয় বাক্স-বন্দি কাজু-কিশমিশ, মিষ্টি। সব ক্ষেত্রেই বাজার বেহাল। অথচ বছরের বিক্রি ১৫ শতাংশ হয় দেওয়ালির মরশুমে। পুরনো দিল্লির খারিবাওলিতে এশিয়ার বৃহত্তম ড্রাই ফ্রুট ও মশলার পাইকারি বাজার। এই বাজারে

কিন্তু চলতি বছরে ধনতেরাসের আগেও গয়না শিল্পের বাজার প্রায় ফাঁকা। সেভাবে ভিড় নেই ক্রেতাদের। নয়াদিল্লি গয়না ব্যবসায়ীরা তাদের আশঙ্কা গোপন রাখেননি। তাদের কথায় নবরাত্রি ও দেওয়ালির উপলক্ষে ৫-৬ লক্ষ কোটি টাকার কেনাবেচা হয়। কিন্তু দীপাবলির মাত্র কয়েক দিন আগেও সেভাবে কেনাকাটা করছেন না ক্রেতারা। তাই আশঙ্কা, চলতি বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি ব্যবসা লোকসান হতে পারে। জিএসটি এবং নোটবন্দির প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশের বাণিজ্যিক মহল। তাই আলোর উৎসব দীপাবলিতেও গলায় কাঁটার মতো বিধে রয়েছে জিএসটি কাঁটা।

১৫ অক্টোবর দিনটিতে পালন করা হয় বিশ্ব গ্রামীণ মহিলা কর্মী দিবস হিসাবে। এই দিনে একটি চা বাগানে নিজের কাজে ব্যস্ত এক মহিলা চা শ্রমিক।

অডির নতুন গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার: অডি এ৫ স্পোর্টব্যাক, এ৫ ক্যাব্রিওলেট ও এস৫ স্পোর্টব্যাক নামে নতুন তিনটি গাড়ি ভারতের বাজারে আনল বহুজাতিক গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা অডি। অডি ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর গৌরব বাজাজ জানিয়েছেন, ভারতে গাড়ি তিনটির দাম পড়বে যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ ২০০০ টাকা, ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এবং ৭০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

বাজারে আসুসের নয়া ল্যাপটপ

স্টাফ রিপোর্টার : ভিভোবুক এস১৫ এবং জেফাইরাস নামে ভারতের বাজারে নতুন দুটি ল্যাপটপ আনল বৈদ্যুতিক গ্যাজেট প্রস্তুতকারী সংস্থা আসুস।

সংস্থার তরফে কলকাতা, বিহার ও ওড়িশার দায়িত্বপ্রাপ্ত রীতেশ কুমার জানিয়েছেন, দীপাবলি উপলক্ষ্যে সংস্থার তরফ থেকে বিশেষ সুযোগ আনা হয়েছে গ্রাহকদের জন্য, ১০ নভেম্বরের মধ্যে ক্রেতারা মাত্র ৪৯৯ টাকার বিনিময়ে সংস্থার যেকোনও নোটবুক কিনতে পারবেন।

সেই সঙ্গে পাবেন বিশেষ পুরস্কারও।

ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে মিশে যাচ্ছে দুই সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা ভারত ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন (বিএফআইএল) মিশে যাচ্ছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে। ক্ষুদ্র ঋণের দুনিয়াতে এটাই হতে চলেছে সব থেকে বড় সংযুক্তিকরণ। তার ফলে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের ১ কোটি গ্রাহকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বিএফআইএলের ৬৮ লক্ষ গ্রাহক। তার ফলে ছোট ঋণ গ্রহীতাদের ধার দেওয়ার খরচ কমবে ৩-৪ শতাংশ। সংযুক্তিকরণের ফলে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের কর্মী সংখ্যা বেড়ে হবে ৪০ হাজার। বিএফআইএল ১৫ হাজার কর্মী একই পদে থাকবেন। শনিবার এই ব্যাপারে সরকারি সায় মিলেছে।

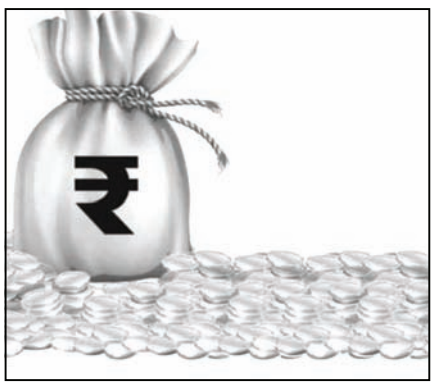

রেডমি-বিগবাজার পার্টনারশিপ

স্টাফ রিপোর্টার : ফের স্মার্টফোন ব্যবসায় ফিরল বিগবাজার। মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা রেডমি এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ফিউচার গোষ্ঠীর সুপারমার্কেট চেন বিগবাজার। বিগবাজারের সিইও সদাশিব নায়েক জানিয়েছেন, রেডমি নোট ৪ এবং রেডমি ৪ ফোন দুটি বিগবাজারে পাওয়া যাবে।

নয়া রিটেল অ্যাপ আনল 'রূপা'

স্টাফ রিপোর্টার: ক্রেতাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন রিটেল অ্যাপ আনল 'রূপা'। 'কোয়ি' নামের নয়া এই অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেতারা কেনাকাটা বিষয়ক যাবতীয় তথ্য পাবেন।

কোয়ি'র ডিরেক্টর মনীশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, কোনও ক্রেতা বাড়িতে বসেই এই অ্যাপের মাধ্যমে জানতে পারবেন তিনি যে ব্র্যান্ড বা দোকানের খোঁজ করছেন সেটি কোথায় অবস্থিত। অনলাইন সার্চ করে সেই নির্দিষ্ট দোকান বা ব্র্যান্ডের বিপণীর অবস্থান জেনে ক্রেতা সরসরি সেখানে গিয়ে কেনাকাটা করতে পারবেন। তবে অনলাইন শপিং করা যাবে না এর মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই পূর্ব ভারতের ৯৩ শতাংশ ব্রান্ড বিপণী, শপিং মল, বাজার -দোকানের নাম এই অ্যাপে নথিভুক্ত হয়েছে বলে সংস্থার দাবি। দেশের ৪০০টি পোশাক, ভোগ্যপণ্য, ব্র্যান্ড ইতিমধ্যেই নাম লিখিয়েছে এই অ্যাপে। ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের ৩৫ টি শহরে এই অ্যাপের মাধ্যমে তাদের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

এইচ ওয়ান বি ভিসা নিয়ে অসন্তোষ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : এইচ ওয়ান বি ভিসা নিয়ে যে সমস্ত ভারতীয় আমেরিকায় আছেন তারা কেউ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী নন। সকলেরই আমেরিকার অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এইচ ওয়ান বি'র ভিসা আমেরিকা তৈরি করেছে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের এই ভিসা দেওয়ার কোনও অর্থই হয় না। যে ভারতীয়দের এই ভিসা দেওয়া হচ্ছে তারা দেশের সেরা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। এইভাবেই এইচ ওয়ান ভিসা নিয়ে নিজের ক্ষোভ গোপন রাখলেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

এইচ ওয়ান বি'র ভিসার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি মার্কিন মুলুকে ভারতীয় কর্মীদের পাঠায়। মার্কিন অর্থনীতির ৬০ শতাংশ লাভ এই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি থেকে উঠে আসে। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প এইচ ওয়ান বি'র ভিসা নীতি নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। এর ফলে আমেরিকায় ভারতীয় কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আগের মতো কাজও করতে পারছেন না তারা। এর ফলে তৈরি হয়েছে সংকট।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন সফরে ট্রাম্পের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে এইচ ওয়ান বি'র ভিসা সমস্যা নিয়ে ইঙ্গিত করলেও এখনও অবধি এই সমস্যার মেটার কোনও লক্ষণ নেই।

ভারত থেকে প্রতি বছর যে সমস্ত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা আমেরিকায় যান তাদের ক্ষেত্রে চরম হেনস্থার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ভিসা পদ্ধতি। এই সমস্যা না মিটলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উপরেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় আছেন কূটনীতিকরা।

ধনতেরাসে কেন কিনবেন গয়না ?

স্টাফ রিপোর্টার : ধনত্রয়োদশী বা ধন্বন্তরী-ত্রয়োদশী, সংক্ষেপে ধনতেরাস। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে হয় ধনতেরাস। ধনতেরাসের শুভ লগ্নে সমৃদ্ধি কামনায় গৃহস্থ বাড়িতে কেনা হয় মূল্যবান ধাতু। বলা হয় যে, আজকের দিনে মূল্যবান ধাতুর জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে মা লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন গৃহস্থের বাড়িতে। ধনতেরাসে ধাতু কেনা নিয়ে প্রচলিত আছে একাধিক মজার গল্প কথা। ধনদেবতা কুবেরের আরাধনায় নাকি এই ধনতেরাস উদ্‌যাপিত হয়। আবার আরও একটা মজার গল্প হল, রাজা হিমের ছেলেকে বিয়ের চতুর্থ দিন যমের হাত থেকে বাঁচাতে নববধূ একটা অভিনব ফন্দি আঁটেন। প্রচুর ধনরত্ন, সোনা-রুপো, বাসনপত্র আর প্রদীপ দিয়ে ঘরের দরজা ঘিরে রাখেন। প্রদীপের আলোয় এত ধাতুর জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যায় যমের। দিকভ্রষ্ট যমের হাত থেকে বেঁচে যায় রাজা হিমের পুত্র। এর থেকেই ধনতেরাসের বিশেষ দিনে শুরু হয় সোনা-রুপো সহ ধাতু কেনার রীতি। এখানেই শেষ হয়নি কাহিনি। ধনতেরাসকে নিয়ে আরও একটি গল্প রয়েছে। সেটা হল, এক সময় দুর্বাশা মুনির অভিশাপে স্বর্গ হয় লক্ষ্মীহীন। রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই করে সমুদ্রমন্থনের পর ধনতেরাসেই দেবতারা ফিরে পান দেবী লক্ষ্মীকে।

হারিয়ে যাওয়া লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনার উপাসনাই হচ্ছে ধনতেরাস। ধনতেরাস লক্ষ্মীর আরাধনার মাধ্যমে সূচনা হয় দীপাবলি উৎসবের। বেশ কিছু বছর পেছনে গেলে দেখা যাবে, বাঙালির মারো মাসে তেরো পার্বণের লিস্টে ছিল না কোনও 'ধনতেরাস উৎসব'। কিন্তু সে চিত্র এখন পাল্টে গিয়েছে। অবাঙালিদের ধন ত্রয়োদশী উৎসবকে আপন করে নিয়েছে বাঙালি। তাদের অনুকরণ করেই ধনী থেকে সাধারণ সব বাঙালিই মেতেছে সঞ্চয়ের উৎসবে। হুজুগে হলেও অবশেষে বেহিসেবি বাঙালি পা বাড়িয়েছে সঞ্চয়ের লক্ষ্যে, বাণিজ্য লাভের আশায় ধনতেরাসের বেচাকেনায়। সবাই চাইছে ধনতেরাসে মূল্যবান কিছু ধাতু কিনতে। ধনতেরাসে শহর জুড়ে আলোর রোশনাই, গয়না ও বাসনের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। ভারতীয় শাস্ত্র মতে, পাঁচদিনের দীপাবলি উৎসব সূচনা হয় এই ধনতেরাসের হাত ধরে। প্রথা মতো অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য ধাতু কিনে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হয় ধনদেবীর আরাধনা।

N.I.Q. No. 08 of 2017-18
Sealed quotations are hereby invited by the **Assistant Engineer-I,** Asansol Mechanical Division, P.H.Engg. Dte. Sen Releigh Road, Asansol-713305, from experienced Mech. / Elect. Contractors of this Directorate & Manufacturers / Dealers & also from Resourceful & Experienced bonafide outsiders and for Electrical works the contractor should have posses valid Electrical License for this various type of job. Last date of receipt of application on **30.10.2017** up to **3.00 p.m.** Last date of Issue of Quotation papers on **31.10.2017** up to **3.15 p.m.** Quotation papers will be received up to **3.00 p.m.** on **01.11.2017** and will be opened on the same day at **3.15 p.m.** All other details may be had from above office within working hours & departmental website.

টেলি : ২৪৮ ৭৩৪৯
পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস্ এসোসিয়েশন
বিজ্ঞপ্তি
আমরা নিম্নবর্ণিত কলকাতা জেলার অন্তর্গত সিএমএম আদালত শাখার ল' ক্লার্কস্ পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল হইতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিয়াছি।
উক্ত বিষয়ে কাহার কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপত্তির কারণ জানাইবেন। নিম্নলিখিত সদস্যগণের নাম :-
১। জয়দেব প্রামাণিক।
২। পিন্টু পাল।
৩। অরিজিৎ গুহ ঠাকুরতা।
৪। সুমন পাল।
৫। সুজয় সামন্ত।
৬। সমীর শীল।
৭। আমজাদ খান।
ধন্যবাদান্তে
সেক্রেটারি
ওয়েস্ট বেঙ্গল ল'ক্লার্কস্ এসোসিয়েশন
সি এম এম কোর্ট ইউনিট
কলকাতা